ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসারের কার্যালয়
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১৪-৯-৯৬ ইং তারিখের সভার কার্যবিবরণী।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মাসিক সভা ১৪-৯-৯৬ ইং বেলা ১০-০০ ঘটিকায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কর্ণেল শাহ মোঃ মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সদস্যবৃন্দের উপস্থিতি ছিল নিম্নরূপ ঃ-

১।	ব্রিগেডিয়ার মনজুর আহমেদ মোল্লা এস ই এম ও ও অধিনায়ক সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
২।	ক্যাপ্টেন শহীদুজ্জামান খান (জি) (সিডি), পিএসসি,, অধিনায়ক বি এন এস হাজী মহসিন ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৩।	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম আলাউদ্দিন চৌধুরী, পিএসসি, অধিনায়ক প্রশাসনিক শাখা বি এ এফ বেস বাশার ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৪।	লেঃ কর্ণেল মোঃ সহিদুর রহমান, পিএসসি, সি এম ই এস (আর্মি) ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৫।	জনাব মোঃ আজিজ খান ১৪/এ, ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- অনুপস্থিত
৬।	ফ্লাঃ লেঃ এ বি এম এ রশিদ (অবঃ) ৩২, ডি ও এইচ এস বনানী ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৭।	জনাব মোঃ ইকরামুল হক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জেলা প্রশাসকের দপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	- অনুপস্থিত
৮।	জনাব মোঃ আব্দুল হক ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।	- সেক্রেটারী	- উপস্থিত

উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবর্গকে স্বাগত জানাইয়া সভাপতি মহোদয় সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভার আলোচ্যসূচীর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

প্রস্তাব নং-১ঃ বিগত ৩১-৭-৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুমোদন করণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- বিগত ৩১-৭-৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী বিশদভাবে পর্যালোচনান্তে অনুমোদন করা হইল।

২য় পৃঃ দ্রঃ

প্রস্তাব নং-২ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জুলাই ও আগষ্ট'৯৬ মাসের আয়-ব্যয় সম্পর্কীয় হিসাব বিবরণী অবহিত হওয়া।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জুলাই ও আগষ্ট'৯৬ মাসের আয়-ব্যয় সম্পর্কীয় হিসাব বিবরণী অবহিত হওয়া গেল।

প্রস্তাব নং-৩ঃ জুলাই'৯৬ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অবহিত হওয়া।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- জুলাই'৯৬ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অবহিত হওয়া গেল।

প্রস্তাব নং-৪ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন ৫(পাঁচ)টি বিদ্যালয়ের ২য় সাময়িক পরীক্ষা'৯৬ এর প্রশ্নপত্র ছাপানোর জন্য সেবা প্রিন্টিং প্রেস কর্তৃ দাখিলকৃত ৫১,৫৮৫/- টাকার সর্বনিম্ন দরপত্র অনুমোদন করণ। এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন করা হইল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন পাঁচটি বিদ্যালয়ের ২য় সাময়িক পরীক্ষা'৯৬ এর প্রশ্নপত্র ছাপানোর জন্য সেবা প্রিন্টিং প্রেস কর্তৃক দাখিলকৃত ৫১,৫৮৫/- টাকার সর্বনিম্ন দরপত্র সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হইল।

প্রস্তাব নং-৫ঃ মেজর এ এন এম শহীদুল আলম, স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এর কন্যা মরহুমা ফাতেমা শহীদ ঐশী এর কবর পাকা করার ব্যাপারে তাঁহার ১১-৮-৯৬ ইং তারিখের আবেদনপত্র বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- মেজর এ এন এম শহীদুল আলম, স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এর কন্যা মরহুমা ফাতেমা শহীদ ঐশী এর কবর পাকা করার অনুমোদন সর্বসম্মতিক্রমে প্রদান করা হইল।

প্রস্তাব নং-৬ঃ বিএ-১০০৪১৯ মেজর এ এফ এস এ ওয়ার্সী, এ এম সি বর্তমানে এ এফ আই পি, ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত এর মাতা মরহুমা সৈয়দা রায়হানুন জান্নাত এর কবর পাকা করার ব্যাপারে তাঁহার ০২-৯-৯৬ ইং তারিখের আবেদনপত্র বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- বিএ-১০০৪১৯ মেজর এ এফ এস এ ওয়ার্সী, এ এফ আই পি, ঢাকা সেনানিবাস এর মাতা মরহুমা সৈয়দা রায়হানুন জান্নাত এর কবর পাকা করার অনুমোদন সর্বসম্মতিক্রমে প্রদান করা হইল।

প্রস্তাব নং-৭ঃ বিজেও-৪০৪৮৪ সুবেদার সিরাজ উল্লাহ এর কবর পাকা করণের নিমিত্তে ২ ই বেংগল, লক্ষীছড়ি আর্মি ক্যাম্প, খাগড়াছড়ি গত ০৭-৮-৯৬ ইং তারিখের এ/২০০৮/৩/১২৫ নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এ প্রসংগে উক্ত পত্র খানা বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা হইল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- বিজেও-৪০৪৮৪ মরহুম সুবেদার সিরাজ উল্লাহ এর কবরটি পাকা করার অনুমোদন সর্বসম্মতিক্রমে প্রদান করা হইল।

প্রস্তাব নং-৮ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে কর্মরত ২৭৬ জন কর্মচারীকে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ১৯-৮-৯৬ ইং তারিখের ৩০৬/৪/জিএস নং পত্রের মাধ্যমে অত্র দপ্তরকে জানানো হইয়াছে। উক্ত প্রেক্ষিতে পেশকৃত তালিকায় বর্ণিত কর্মচারীগণকে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র প্রদান করিতে প্রত্যেকের ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা হারে মোট ১৩,৮০০/- (তের হাজার আটশত) টাকা খরচ হইবে। বিষয়টি বিবেচনা ও অনুমোদনের নিমিত্তে স্টেশন সদর দপ্তরের পত্র ও কর্মচারীদের তালিকা উপস্থাপন করা হইল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- বিষয়টি সভায় বিশদভাবে আলোচনান্তে আপাততঃ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৩য় পৃঃদ্রঃ

প্রস্তাব নং-৯ঃ শহীদ মঈনুল রোডের আইল্যান্ড ও রাস্তার উভয় পার্শ্ব হইতে চুরি যাওয়া মোট ১৬(ষোল)টি গার্ডেন লাইট এর মধ্যে ৬(ছয়)টি লাইট পুনঃস্থাপন করার জন্য ২১,৪৩৪.০০ টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- শহীদ মঈনুল রোডের আইল্যান্ড ও সড়কের উভয় পার্শ্ব হইতে চুরি যাওয়া ১৬(ষোল)টি গার্ডেন লাইটের মধ্যে ৬(ছয়)টি লাইট পুনঃস্থাপনের জন্য ২১,৪৩৪.০০ টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করা হইল। সভায় আলোচনাকালে জানা যায় যে, উক্ত সড়কে মোট ৩৫(পঁয়ত্রিশ)টি গার্ডেন লাইট ছিল যাহার মধ্যে ১৬(ষোল)টি গার্ডেন লাইট ০১-৭-৯৬, ০৮-৭-৯৬, ১৪-৭-৯৬ ও ৩১-৭-৯৬ ইং তারিখে চুরি গিয়াছে এবং এই ব্যাপারে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানায় যথাবিধি জেনারেল ডাইরী করা হইয়াছে। উক্ত প্রেক্ষিতে সভায় এই মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, ভবিষ্যতে গার্ডেন লাইট চুরি বন্ধ করার জন্য শহীদ মঈনুল রোডের আইল্যান্ড ও সড়কের উভয় পার্শ্বের গার্ডেন লাইটগুলি পরিবর্তন করিয়া তদস্থলে উঁচু পোলে টিউব লাইট স্থাপন করিতে হইবে এবং শহীদ মঈনুল রোডস্থ গার্ডরুমে নিয়োজিত গার্ডের দৃশ্যমান দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত গার্ডেন লাইটগুলি পরিবর্তন করা হইবে না।

প্রস্তাব নং-১০ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নবর্ণিত প্রকল্পের মূল্যানুমান ও সর্বনিম্ন দর অনুমোদন করণঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস ১৯৯৫ অনুযায়ী	সর্বনিম্ন দর প্রদানকারী ফার্মের নাম।	সর্বনিম্ন উদ্ধৃত দর
(১)	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটে ৬(ছয়)টি চাউলের আড়ৎ নির্মাণ করণ।	=৯,৯২,৮১৮.০০	=মেসার্স জি এম ট্রেডার্স=	১৬% উর্ধে
(২)	মহাখালী ডি ও এইচ এস এলাকায় টি এন্ড টি কর্তৃক কাটা রাস্তা মেরামত/কার্পেটিং করণ।	=৬,৮৩,০০০.০০	=মেসার্স গাজী এন্ড কোং লিঃ=	০৯% উর্ধে
(৩)	জোয়ারসাহারা ডি ও এইচ এস এলাকার ৫৩১ ও ৫৩১/এ এর প্লটে মাটি ভরাট করণ।	= ২৬,৬৩৭.০০	= মেসার্স জুই এন্টারপ্রাইজ।=	১৫% উর্ধে
(৪)	মহাখালী ডি ও এইচ এস এলাকার ২৪৩/এ বাড়ীর প্রবেশ পথ কার্পেটিং করণ।	= ২৫,৫৫৩.০০	=মেসার্স আলী কনষ্ট্রাকশন এন্ড সাপ্লাইয়ার্স।=	০৪% উর্ধে

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ-

(১) ১৪% উর্ধদর অনুমোদিত।

(২) ৮% উর্ধদর অনুমোদিত।

(৩) ১৩% উর্ধদর অনুমোদিত।

(৪) ৪% উর্ধদর অনুমোদিত।

প্রস্তাব নং-১১ঃ শহীদ রমিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে পার্টিশন দেওয়ার নিমিত্তে রোলিং সাটার তৈয়ারীর জন্য ১৯৯৫ সালের এম ই এস সিডিউল অনুযায়ী ৩৯,৯০৭.৫৩ টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- শহীদ রমিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে পার্টিশন দেওয়ার নিমিত্তে রোলিং সাটার তৈরীর জন্য ১৯৯৫ সালের এম ই এস সিডিউল অনুযায়ী মোট ৩৯,৯০৭.৫৩ টাকার মূল্যানুমান সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হইল।

প্রস্তাব নং-১২ঃ জোয়ারসাহারা ডি ও এইচ এস এলাকায় আর সি সি পাইপ ড্রেন নির্মাণের নিমিত্তে নকশা ও ৯৩,৯৩,৮১৭.৪২ টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- জোয়ারসাহারা ডি ও এইচ এস এলাকায় ডি ও এইচ এস কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক আর সি সি পাইপ ড্রেন নির্মাণের জন্য ঢাকা ওয়াসার সহযোগিতায় প্রস্তুতকৃত নকশা এবং ৯৩,৯৩,৮১৭.৪২ (তিরানব্বই লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটশত সতর টাকা বিয়াল্লিশ পয়সা) এর মূল্যানুমান সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হইল।

৪র্থ পৃঃদ্রঃ

প্রস্তাব নং-১৩ঃ ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটে রাস্তাসহ ৩(তিন)টি চাতালের আড়ৎ নির্মাণের নকশা ও ৭,০০,৪৬৩.০০ টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটে রাস্তাসহ তিনটি চাতালের আড়ত নির্মাণের নকশা ও ৭,০০,৪৬৩.০০ (সাত লক্ষ চারশত তিষট্টি) টাকার মূল্যানুমান সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হইল।

প্রস্তাব নং-১৪ঃ ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটে জনতা ব্যাংকের উত্তর পার্শ্বে নীচতলা এবং দোতলায় ১১০ টি বিকল্প দোকান এবং তৎসংলগ্ন সুপার মার্কেট ব্লক-"এ" এর দোতলায় ২০(বিশ)টি দোকান নির্মাণের নকশা ও ১,২৮,৪৮,০১৭/- টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটস্থিত জনতা ব্যাংকের উত্তর পার্শ্বের খালি জায়গায় এবং তৎসংলগ্ন "এ" ব্লকের দোতলায় মোট ১৩০ টি দোকান নির্মাণের বিষয় সভায় বিশদ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, কচুক্ষেত-বনানী লিংক রোড নির্মাণের ফলে ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটের মোট ১০৯ টি দোকান ভাংগা পড়ে এবং উক্ত দোকানসমূহ, রাস্তা, ড্রেন প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ১,২৯,৮৯,০০০.০০(এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ উননব্বই হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। উক্ত প্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্ত ১০৯ টি দোকান পুনঃনির্মাণের জন্য জায়গা নির্বাচনের নিমিত্তে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোয়ার্টারমাষ্টার জেনারেল, পরিচালক, চলাচল এবং বাসস্থান পরিদপ্তর, পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, কমান্ডার, লগ এরিয়ার প্রতিনিধি, ষ্টেশন কমান্ডার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং সি ই ও কর্তৃক ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেট এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনান্তে ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটের উত্তর পার্শ্বের খালি জায়গায় আটতলা ভিত্তি প্রস্তরসহ দোতলা পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে দোকান নির্মাণ করিয়া একটি আধুনিক শপিং কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য জায়গা নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক বিধি মোতাবেক আর্কিটেক্ট নিয়োগ করিয়া নির্বাচিত জায়গায় আধুনিক শপিং কমপ্লেক্সের আটতলা ভিতসহ প্রাথমিক পর্যায়ে দোতলা পর্যন্ত দোকান নির্মাণের নিমিত্তে নকশা ও মূল্যানুমান তৈরী করিয়া বোর্ড সভায় উপস্থাপনক্রমে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। বিষয়টি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পূর্বে ষ্টেশন কমান্ডার এবং সি ই ও, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর কোয়ার্টারমাষ্টার জেনারেল এর সংগে বিগত ০৭-৮-৯৬ ইং তারিখে এক আলোচনায় মিলিত হয়। আলোচনাকালে প্রণীত নকশা ও মূল্যানুমান নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে দোতলা পর্যন্ত মোট ১৩১টি দোকান নির্মাণ করা যাইবে এবং প্রতিটি দোকানের নির্মাণ খরচ পড়িবে চারলক্ষ টাকা। ইহাতে দেখা যায় যে, কচুক্ষেত-বনানী সংযোগ সড়ক নির্মাণের ফলে যে ১০৯ টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে উহাদিগকে প্রস্তাবিত আধুনিক শপিং কমপ্লেক্সে দোকান বরাদ্দ করিলে প্রতি দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় চারলক্ষ টাকা সালামী হিসাবে আদায় করা সম্ভব হইবে না, কারণ ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলির ইজারার মেয়াদ হইবে মাত্র দশ বৎসর। এমতাবস্থায় উক্ত আলোচনা সভায় ক্ষতিগ্রস্ত ১০৯ টি দোকান প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের টাকার দ্বারাই ক্যান্টনমেন্ট মার্কেটস্থিত জনতা ব্যাংকের উত্তর পার্শ্বের খালি জায়গায় স্থাপনের এবং প্রস্তাবিত আধুনিক শপিং কমপ্লেক্সের নির্বাচিত জায়গার দক্ষিন ও পূর্বদিকের মোট ১৮টি দোকান অপসারণ করিয়া আরও উন্নতমানের একটি নকশা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে অদ্যকার সভায় ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটস্থিত জনতা ব্যাংকের উত্তর পার্শ্বের খালি জায়গায় নীচতলা ও দোতলায় ১১০টি দোকান এবং তৎসংলগ্ন "এ" ব্লকের দোতলায় ২০টি দোকান অর্থাৎ সর্বমোট ১৩০ টি দোকান নির্মাণের জন্য পেশকৃত নকশা ও ১,২৮,৪৮,০১৭.০০(এক কোটি আটাশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সতর) টাকার মূল্যানুমান সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হইল। ইহাছাড়া আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, প্রস্তাবিত স্থানে যে ৬৬টি অস্থায়ী দোকান আছে উহাদিগকে সুবিধামত স্থানে সাময়িকভাবে স্থানান্তরপূর্বক ১৩০টি দোকানের নির্মাণ কাজ শীঘ্র ও সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের দায়িত্ব সি ই ও পালন করিবেন।

৫ম পৃঃদ্রঃ

প্রস্তাব নং-১৫ঃ ডি ও এইচ এস মহাখালী এলাকার ইস্টার্ণ রোড, লেইন-২২, লেইন-২১ হইতে ২৩ এর সংযোগ সড়ক, লেইন-৯, ১০ এবং প্লট নং-বি/১০৩ হইতে ১০৬ পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিংয়ের কাজটি মেসার্স আলী কনষ্ট্রাকশন কর্তৃক সম্পন্ন হওয়ায় কাজটি বুঝিয়া নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ডি ও এইচ এস মহাখালী এলাকার ইস্টার্ণ রোড, লেইন-২২, লেইন-২১ হইতে ২৩ এর সংযোগ সড়ক, লেইন-৯, ১০ এবং প্লট নং-বি/১০৩ হইতে বি/১০৬ পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং এর কাজটি বুঝিয়া নেওয়ার জন্য ইতোপূর্বে উক্ত এলাকার রাস্তা/কার্পেটিং এর কাজ বুঝিয়া নেওয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত সাব-কমিটিকে প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-১৬ঃ ডি ও এইচ এস মহাখালীস্থ ১৮৩ নং বাড়ীর বকেয়া গৃহকরের উপর ধার্যকৃত ২,৪০৩.৭৫ টাকা সারচার্জ মওকুফের ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আবেদনপত্র পেশ করা হইল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- বিষয়টি সভায় আলোচনাকালে জানা যায় যে, ডি ও এইচ এস মহাখালীস্থ ১৮৩ নং বাড়ীর মালিক মিসেস শওকত আরা তৌফিক, স্বামী-মৃত গ্রুপ ক্যাপ্টেন তৌফিকুর রহমান বিশেষ অসুবিধার কারণে তাঁহার গৃহকর সময়মত পরিশোধ না করায় বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৮,০৭৫/- টাকা এবং বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী সারচার্জের পরিমাণ হইয়াছে ২,৪০৩.৭৫ টাকা। বাড়ীর মালিক ইতোমধ্যেই বকেয়া গৃহকর বাবদ সমূদয় পাওনা পরিশোধ করিয়াছেন বিধায় মানবিক কারণে তাঁহার উপর ধার্যকৃত সারচার্জ মওকুফ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-১৭ঃ ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটস্থিত আড়ৎ ৮/৬ নং দোকানের বকেয়া ভাড়ার উপর ৫৪,৩৯৪/-টাকা সারচার্জ মওকুফের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য আবেদনপত্র পেশ করা গেল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটস্থিত আড়ৎ নং-৮/৬ এর মালিক কর্তৃক বকেয়া ভাড়া বাবদ প্রাপ্য সমূদয় পাওনা পরিশোধ করার প্রেক্ষিতে সারচার্জ বাবদ ধার্যকৃত অর্থের ১/৩ অংশ আদায়ের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-১৮ঃ ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটের ত্রিকোনাকার পার্ক সংলগ্ন মোহাম্মাদিয়া জামে মসজিদের জন্য বোর্ডের খাস জায়গা ইজারা প্রদানের জন্য মসজিদ কমিটির ০৮-৮-৯৬ ইং তারিখের আবেদনপত্র পেশ করা গেল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটের ত্রিকোনাকার পার্কের পশ্চিম পার্শ্বে ক্যান্টনমেন্টের সীমানা সংলগ্ন মোহাম্মাদিয়া জামে মসজিদের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের তথা সামরিক ভূমি ইজারা প্রদানের আবেদন বিবেচনা করা গেল না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-১৯ঃ গত ৩১-৭-৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় ৯ নং সিদ্ধান্তের আলোকে ডি ও এইচ এস এলাকাসমূহে নিজবসতিপূর্ণ বাড়ীর গৃহকর নির্ধারণকালে বার্ষিক মূল্যায়ন হইতে ৫০% বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- বিষয়টি সভায় আলোচনান্তে জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক বর্তমানে ঢাকা সেনানিবাসস্থিত ডি ও এইচ এস এলাকাসমূহে অবসর প্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের জন্য নিজবসতিপূর্ণ বাড়ীর গৃহকর নির্ধারণকালে বার্ষিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ৫০% বসতি সুযোগ প্রদান করা হইতেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বার্ষিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ৪০% নিজবসতি সুযোগ প্রদান করা হয়। যেহেতু ডি ও এইচ এস একটি বিশেষ ধরণের আবাসিক এলাকা সেহেতু উক্ত এলাকাসমূহে কেবলমাত্র অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের জন্য ৫০% নিজবসতি সুযোগ প্রদানের বর্তমান নিয়ম বহাল রাখার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬ষ্ঠ পৃঃদ্রঃ

প্রস্তাব নং-২০ঃ গত ৩১-৭-৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ১১ নং বোর্ড সিদ্ধান্তের সংশোধন করিয়া ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকাস্থ ৪৩ নং বাড়ীর অর্ধাংশের মালিক মিসেস জোবেদা হোসেনের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে তাঁহার ওয়ারিশগণ উক্ত সম্পত্তি পাওনা হওয়ায় জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ও মিসেস জোবেদা হোসেনের পালিত পুত্র জনাব মোজাম্মেল হোসেন খান ওরফে পাপ্পুর নামে দান করিয়াছেন বিধায় তাঁহার নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। তাঁহাদের আবেদন বিবেচনান্তে উক্ত ৪৩ নং প্লটের মোট সম্পত্তি জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ও জনাব মোজাম্মেল হোসেন ওরফে পাপ্পুর নামে সমভাবে রেকর্ডভুক্ত করা যাইতে পারে।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকাস্থিত ৪৩ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি আবেদন মোতাবেক অবিভক্ত অবস্থায় জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ও জনাব মোজাম্মেল হোসেন ওরফে পাপ্পুর নামে সমভাবে নামজারীর অনুমোদন সর্বসম্মতিক্রমে প্রদান করা হইল।

প্রস্তাব নং-২১ঃ গৃহকর নির্ধারণের নিমিত্তে ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা ও কচুক্ষেত এলাকার প্রতিনিধি হিসাবে কর রিভিউ কমিটিতে সদস্য নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনান্তে জানা যায় যে, গৃহকর নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের এ্যাসেসমেন্ট কমিটিতে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা ও কচুক্ষেত এলাকা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি সদস্য অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়, ঢাকা সেনানিবাস এর পত্র নং-৭/এমএলএন্ডসি/ঢাকা/৭৪-২/শা-৩/২১১, তারিখঃ ১৫ পৌষ, ১৪০০/ ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে অনুমোদন রহিয়াছে। উক্ত প্রেক্ষিতে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা হইতে জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ, পিতা-মোঃ হামিদুল্লাহ আহমেদ, ১৯ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এবং কচুক্ষেত এলাকা হইতে জনাব মোঃ সালাহ্ উদ্দিন, পিতা-মৃত মোঃ হানিফ, সিবি-১৬, কচুক্ষেত, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টকে এ্যাসেসমেন্ট কমিটিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-২২ঃ ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকার ৩০/এফ নং প্লটের পশ্চিম পার্শ্বে ১(এক) কাঠা অতিরিক্ত জমি মেসার্স সামিট প্রোপার্টিজ কোং এর অনুকূলে বরাদ্দ/লীজ প্রদানের ব্যাপারে প্রোঃ জনাব আজিজ খানের আবেদনের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৩০/এফ নং প্লটের পশ্চিম সীমানা সংলগ্ন ১.৫১ কাঠা জমি উক্ত প্লটের মালিক সামিট প্রোপার্টিজ কোম্পানী এর নামে বরাদ্দ/ইজারা প্রদানের জন্য পেশকৃত আবেদনটি নিরীক্ষান্তে প্রার্থীত জমি বর্তমান বাজারদরে প্রচলিত বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রস্তাব নং-২৩ঃ ঢাকা সেনানিবাসের হাজী মহসিন ক্রসিং যানবাহন সংকেত নিয়ন্ত্রন যন্ত্র মেরামত করণের নিমিত্তে মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড কর্তৃক প্রদত্ত ১৪,৩২০/- টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা সেনানিবাসস্থিত শহীদ সরণীর হাজী মহসিন ক্রসিং এর যানবাহন সংকেত নিয়ন্ত্রন যন্ত্র মেরামতের জন্য মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স কর্তৃক প্রদত্ত ১৪,৩২০.০০ টাকার মূল্যানুমান সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হইল।

প্রস্তাব নং-২৪ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের স্টাফ কোয়ার্টার নং-৬৫/এ বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনান্তে জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের স্টাফ কোয়ার্টার নং-৬৫/এ আগামী ১৮-১০-৯৬ ইং তারিখ হইতে খালি হইবে। বর্তমানে উক্ত বাড়ীতে অত্র বোর্ডের প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী (এল পি আর) বসবাসরত আছেন। উক্ত প্রেক্ষিতে ৬৫/এ স্টাফ কোয়ার্টারটি বরাদ্দের জন্য অত্র বোর্ডের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল হাশেম এবং উপ-পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়, ঢাকা সেনানিবাস আবেদন করিয়াছেন। উক্ত প্রেক্ষিতে ৬৫/এ স্টাফ কোয়ার্টারটি অত্র বোর্ডের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল হাশেমকে বরাদ্দ দেওয়ার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

৭ম পৃঃ দ্রঃ

প্রস্তাব নং-২৫ঃ ঢাকা সেনানিবাসের নিয়ন্ত্রনাধীন ডি ও এইচ এস এবং বর্ধিত এলাকার বাড়ী নির্মাণের জন্য দাখিলকৃত নিম্নবর্ণিত নকশাগুলি বিল্ডিং "বাই-ল" অনুযায়ী সঠিক থাকায় অনুমোদন করা হইয়াছে। উক্ত নকশাগুলি পর্ষদ সভায় সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হইল ঃ-

ক্রমিক নংঃ	প্লটের মালিকের নাম	প্লট নম্বর	এলাকার নাম	মন্তব্য
(১)	রিয়ার এডমিরাল মোঃ নূরুল ইসলাম, এন সি সি, পিএসসি।	৫৩১	জোয়ারসাহারা ডিওএইচএস ঢাকা সেনানিবাস।	
(২)	কর্ণেল কে এম আনোয়ার হোসেন	৪৭৩	-ঐ-	
(৩)	মেজর মোঃ সোলায়মান খান(অবঃ)	২৭২	-ঐ-	
(৪)	ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান	৫৪৪	-ঐ-	
(৫)	লেঃ কর্ণেল মোঃ জিল্লুর রহমান (অবঃ)	২৫৯	-ঐ-	
(৬)	মেজর এম আসাদুম মক(অবঃ)	২৮০	-ঐ-	
(৭)	কমান্ডার মোঃ হাফিজুর রহমান, বি এন(অবঃ)	৫৩৬	-ঐ-	
(৮)	ক্যাপ্টেন এম এম আজিজ	৫৪০	-ঐ-	
(৯)	মেজর মোঃ সিরাজুল আরেফীন	৪৩৩	-ঐ-	
(১০)	মেজর মোঃ আতাউর রহমান	২০৫	-ঐ-	
(১১)	লেঃ কর্ণেল মোঃ মকাব্বীর আলী	৪৩১	-ঐ-	
(১২)	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম আমিনুল হক	৩৬৭	-ঐ-	
(১৩)	মেজর মোঃ রেজাউল করিম	১৮৯	-ঐ-	
(১৪)	মেজর ফখরুদ্দিন খান	৪৩৭	-ঐ-	
(১৫)	মেজর আবু নাঈম মাসুম(অবঃ)	৫১৪	-ঐ-	
(১৬)	কর্ণেল মোস্তাক আহমেদ	৩১৪	-ঐ-	
(১৭)	ব্রিগেডিয়ার আহমেদ আলী	৪০৩	-ঐ-	
(১৮)	লেঃ কর্ণেল এ এস এম শহিদুল হক	২৩০	-ঐ-	
(১৯)	মেজর আবদুল সাত্তার খান	১৮৭	-ঐ-	
(২০)	মেজর মহিউদ্দিন আহমেদ	৫০৬	-ঐ-	
(২১)	কর্ণেল মোঃ আবুল কাশেম	৫০৪	-ঐ-	
(২২)	কমান্ডার মোঃ নূরুল আজিম, বি এন,	৪৯৯	-ঐ-	
(২৩)	লেঃ কর্ণেল মোঃ বজলুল করিম	২৯২	-ঐ-	
(২৪)	লেঃ কর্ণেল চন্দ্র কানু দাস	৫০২	-ঐ-	(সংশোধিত)
২৫)	লেঃ কর্ণেল শেখ মোঃ আবদুর রশিদ(অবঃ)	৩৯২	-ঐ-	-ঐ-
(২৬)	লেঃ কর্ণেল রাখাল চন্দ্র সাহা	২১৯	-ঐ-	-ঐ-
(২৭)	লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ মুসলিম	৩৮২	-ঐ-	-ঐ-
(২৮)	লেঃ কর্ণেল এ বি এম আবদুস সামাদ	৪৭২	-ঐ-	-ঐ-
(২৯)	ব্রিগেডিয়ার এনায়েত হোসেন, পিএসসি,	২৯৪	-ঐ-	-ঐ-
(৩০)	মেজর নাসির আহমেদ	২১৫	-ঐ-	-ঐ-
(৩১)	লেঃ কর্ণেল এ এম এম মোজাম্মেল হক	৪৪৮	-ঐ-	-ঐ-
(৩২)	ব্রিগেডিয়ার খোন্দকার মোঃ নূরুন্নবী	৩৪০	-ঐ-	-ঐ-
(৩৩)	কর্ণেল মুহাম্মদ খুরশীদ আলম বাসুনিয়া	৫০০	-ঐ-	-ঐ-
(৩৪)	লেঃ কর্ণেল নিরঞ্জন ভট্টাচার্য	২৭৯	-ঐ-	-ঐ-
(৩৫)	জনাব মোঃ মোবারক আলী ও মোঃ নূর বখস।	৫০৪	ডি ও এইচ এস, মহাখালী ঢাকা সেনানিবাস	
(৩৬)	ব্রিগেডিয়ার আনোয়ার হোসেন, পিএসসি,	৪০৮	-ঐ-	
(৩৭)	জনাব এস এম জাফর উল্লাহ	৫০১	-ঐ-	
(৩৮)	মিসেস সালেহা খাতুন চৌধুরী গং	.৩৮৭	-ঐ-	

৮ম পৃঃদ্রঃ

ক্রমিক নং	প্লটের মালিকের নাম	প্লট নম্বর	এলাকার নাম	মন্তব্য
(৩৯)	লেঃ কর্ণেল মোঃ রুহুল আমিন ও অন্যান্য	৪২৬	ডি ও এইচ এস মহাখালী, ঢাকা সেনানিবাস।	(সংশোধিত)
(৪০)	লেঃ কর্ণেল কাজী গোলাম রহমান (অবঃ)	৩৩৯	-ঐ-	-ঐ-
(৪১)	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম এ ওয়ালি খান(অবঃ)	১৭৫	-ঐ-	-ঐ-
(৪২)	খন্দকার আজিজুল হক	৪৫	-ঐ-	-ঐ-
(৪৩)	মেজর জেনারেল শামসুজ্জামান (অবঃ)	বি/১০১	-ঐ-	-ঐ-
(৪৪)	ক্যাপ্টেন আবদুল মোতালেব, বি এন,	৪৬৪	-ঐ-	-ঐ-
(৪৫)	ক্যাপ্টেন মোঃ আতিকুর রহমান, বি এন,	৪৬৩	-ঐ-	-ঐ-
(৪৬)	জনাব এ কে এম নূরুল হক	২০৪	-ঐ-	-ঐ-
(৪৭)	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	২৩৪	-ঐ-	-ঐ-
(৪৮)	মিসেস মাহমুদা জাহান, নোশাদ মাহমুদ এবং মালিহা জাহান।	৪১০	-ঐ-	-ঐ-
(৪৯)	মিসেস মাহমুদা মেরাজ	১৬৮	-ঐ-	-ঐ-
(৫০)	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	২৩৪	-ঐ-	-ঐ-
(৫১)	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	বি/১৬৮	-ঐ-	-ঐ-
(৫২)	মিসেস শিরিন শফিক	৪৫৭	-ঐ-	-ঐ-
(৫৩)	মিসেস নাজমা আহম্মদ	৬৮	বনানী ডি ও এইচ এস, ঢাকা ঢাকা সেনানিবাস	(সংশোধিত)
(৫৪)	লেঃ কর্ণেল এম এ হামিদ (অবঃ)	৫১	-ঐ-	-ঐ-
(৫৫)	মিসেস শামীম মমতাজ	৭৭	-ঐ-	-ঐ-
(৫৬)	মিসেস মাহমুদা খান	৩০/এ	-ঐ-	-ঐ-
(৫৭)	অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ	৫৪	ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা ঢাকা সেনানিবাস।	(সংশোধিত)
(৫৮)	মিসেস জিন্নুরিন নাহার রাজা	০৩	-ঐ-	-ঐ-
(৫৯)	জনাব মোঃ আবদুর রশিদ সরকার	১৪৪ (আংশিক)	লালাসরাই, ঢাকা সেনানিবাস	
(৬০)	জনাব মোঃ আবদুল মান্নান	১৪২(আংশিক)	-ঐ-	
(৬১)	জনাব মোঃ আবদুর রশিদ	১৫১(আংশিক)	-ঐ-	
(৬২)	মোসাম্মাৎ আফরোজা বেগম	১৩৭(আংশিক)	-ঐ-	
(৬৩)	জনাব খন্দকার মাজিদুল হোসেন ও অন্যান্য	১৩৭/১৩৮(আংশিক)	-ঐ-	(সংশোধিত)

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- ঢাকা সেনানিবাস এলাকাধীন ডি ও এইচ এস বনানী, ডি ও এইচ এস মহাখালী, ডি ও এইচ এস জোয়ারসাহারা, ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা ও বর্ধিত এলাকার সর্বমোট ৬৩টি বাড়ী নির্মাণের নকশা অনুমোদনের বিষয়টি অবহিত হওয়া গেল।

প্রস্তাব নং-২৬ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটের বর্তমান বাজার কমিটির মেয়াদান্তে নতুন কমিটি গঠন সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- বিষয়টি সম্পর্কে সভায় আলোচনান্তে জানা যায়যে,ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রিত ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটের বর্তমান বাজার কমিটির মেয়াদ আগামী ৩০-৯-৯৬ ইং তারিখে শেষ হওয়ার প্রেক্ষিতে নতুন কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। উক্ত প্রেক্ষিতে নিম্নোক্তভাবে একটি সাব-কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল ঃ-

৯ম পৃঃদ্রঃ

(ক) ফ্লাঃ লেঃ এ বি এম এ রশিদ(অবঃ) - আহবায়ক
সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(খ) মেজর মোঃ আব্দুর রশিদ আকন্দ - সদস্য
এস এইচ ও, ঢাকা সেনানিবাস।

(গ) ক্যাপ্টেন শহীদুজ্জামান খান(জি)(সিডি), পিএসসি, - সদস্য
অধিনায়ক
বি এন এস হাজী মহসিন
ঢাকা সেনানিবাস এর প্রতিনিধি।

(ঘ) গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম আলাউদ্দিন চৌধুরী, পিএসসি, - সদস্য
অধিনায়ক,
প্রশাসনিক শাখা
বি এ এফ বেস বাশার
ঢাকা সেনানিবাস এর প্রতিনিধি।

ইহাছাড়া আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, উপরোক্ত সাব-কমিটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রচলিত প্রথানুযায়ী ৩০-১০-৯৬ ইং তারিখের মধ্যে নতুনভাবে একটি বাজার কমিটি গঠন করিয়া উহার অনুমোদনের জন্য পরবর্তী পর্যদ সভায় পেশ করিবে। ইতোমধ্যে সাব-কমিটির আহবায়ক বর্তমান বাজার কমিটির সভাপতির নিকট হইতে ০৭-১০-৯৬ ইং তারিখের মধ্যেই সকল হিসাব-নিকাশসহ অফিস বুঝিয়া নিবেন এবং নতুন কমিটি গঠিত না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সহায়তায় বাজারের দৈনন্দিন প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেন এবং এই প্রেক্ষিতে সি ই ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

সুচি নং-২৭ঃ বিবিধঃ
(ক) ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতাল, সিংগাপুর কলোনী, এম ই ও এবং সি ই ও এর বাসভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বকেয়া বিল পরিশোধ করণ প্রসংগে গঠিত সাব-কমিটির পেশকৃত প্রতিবেদন আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ-(ক) ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতাল, সিংগাপুর কলোনী, এম ই ও এবং সি ই ও এর বাসভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বকেয়া বিল পরিশোধ করণ প্রসংগে গঠিত সাব-কমিটির পেশকৃত প্রতিবেদন সভায় বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হইল। পর্যালোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশের সংগে একমত পোষণ করা হয় এবং ঠিকাদারদের বিল প্রদানে বোর্ডের কোন আপত্তি নাই মর্মে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

উপরোক্ত কাজসমূহের বিল পরিশোধের আলোচনাকালে ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার পর্যদের সকল সম্মানিত সদস্যকে এই মর্মে অবহিত করেন যে, অত্র বোর্ডে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারী ফার্ম মেসার্স সেভেন সিরিজ এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক ১৯৯৪ সনে ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালে অনিয়মিতভাবে মোট ২৮,৮০৬/- টাকার কাজ সম্পাদন করা হয়। উক্ত ফার্মের মালিক জনাব মোঃ আবুল বাশার খান প্রায়ই অত্র দপ্তরে হাজির হইয়া তাহাকে উক্ত অনিয়মিত কাজের বিল প্রদানের জন্য চাপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে বিল প্রদানের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের গৃহীতব্য কার্যক্রম সম্পর্কে বার বার জ্ঞাত করানো সত্ত্বেও ইদানিং কালে তিনি বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদিগকে হুমকি প্রদান করিতেছেন এবং অনেক সময় তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়নপূর্বক অযথা হয়রানি করিতেছেন। ইহাছাড়া তিনি অন্যান্য ঠিকাদারদের সংগে বিভিন্ন অজুহাতে অফিস প্রাংগনে ঝগড়ার সৃষ্টি করিয়া অফিস ও প্রশাসনিক শৃংখলা ভংগের কাজে লিপ্ত আছেন। উক্ত প্রেক্ষিতে সর্বসম্মতিক্রমে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্তপূর্বক মেজর মোঃ আব্দুর রশিদ আকন্দ, এস এইচ ও, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক তাঁহার মতামতসহ একটি পূর্ণাংগ প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

অদ্যকার সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় কর্তৃক উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হইল।

(স্বাক্ষর) ২৪/৯/৯৬
(মোঃ আব্দুল হক)
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ও
সেক্রেটারী
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

(স্বাক্ষর) ২৪/৯/৯৬
(কর্ণেল শাহ মোঃ মহিউদ্দিন)
প্রেসিডেন্ট
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।